যুগান্তর

তারিখ ... 30 SEP 2005
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৭

শাবিতে ছাত্রী লাঞ্ছিত, ব্যাপক ভাংচুর বিক্ষোভ

অবরোধ ভাঙতে র‍্যাব পুলিশ বিডিআরের হামলা

শাবি প্রতিনিধি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী বৃহস্পতিবার স্থানীয় বখাটের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় মদিনা মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটলে কয়েকশ' বিক্ষুব্ধ ছাত্র ক্যাম্পাস থেকে ছুটে যায়। তারা আশপাশ এলাকার ৮/১০টি দোকান ভাংচুর ও সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক

বিক্ষোভ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

বিক্ষোভ : শাবিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অবরোধ করে রাখে। খবর পেয়ে ২ প্লাটুন পুলিশ ওখানে গেলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ছাত্রদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে পরবর্তী সময়ে আরও ৪ প্লাটুন দাঙ্গা পুলিশ এবং র‍্যাব ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ তাৎক্ষণিক এক যুবককে গ্রেফতার করে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মদিনা মার্কেটের ময়না মঞ্জিলে প্রাইভেট পড়াতে গিয়েছিল ওই ছাত্রী। সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় প্রাইভেট পড়ানো শেষে ফেরার সময় বিদ্যুৎ ছিল না। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকা বখাটেরা ওই ছাত্রীকে জাপটে ধরতে চাইলে সে দৌড় দেয়। এ খবর মুহূর্তের মধ্যে শাবির ছাত্রদের কাছে পৌঁছলে কয়েকশ' ছাত্র বিক্ষোভ ও ভাংচুর শুরু করে। তারা মুহুর্মুহু স্লোগান দেয় এবং বখাটেদের গ্রেফতার দাবি করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের দাবি, ময়না মঞ্জিলেরই কতিপয় বখাটে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশ জড়িত সন্দেহে রাত ৮টায় এক যুবককে আটক করে। তার নাম আবদুল কুদ্দুস (২৭)। আটক কুদ্দুস ময়না মঞ্জিলের কেয়ারটেকার। মালিক বর্তমানে প্রবাসে রয়েছেন। বখাটে কুদ্দুস এর আগে তিনটি বিয়ে করেছে। তার নামে প্রতিবেশীদের অনেক অভিযোগ রয়েছে।

বখাটেপনার প্রতিবাদে শাবি ছাত্রদের ব্যারিকেড, অবরোধ ভাঙতে গত রাত সোয়া ৯টায় ছাত্রদের ওপর র‍্যাব, পুলিশ ও বিডিআর হামলা চালায়। এ সময় শাবির ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা ড. সাজেদুল করিম, সাংবাদিকসহ আরও ১০ জন আহত হন। ক্যামেরা ভেঙে যায় ফটোসাংবাদিক সুটন সিংহের। আহত হন ভোরের কাগজের শাবি প্রতিনিধি মীর সাখাওয়াত হোসেন সোহেল। আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জের মুখে রাত সাড়ে ৯টায় পিছু হটলে এলাকার কতিপয় দুষ্কৃতকারী নিরীহ ছাত্রদের ওপর আড়াল থেকে ইটপাটকেল ছোড়ে এবং লাঠি, বাঁশ নিয়ে হামলা চালায়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

ছাত্রী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নিবৃত্ত করতে র‍্যাব ও পুলিশ যৌথভাবে রাত পৌনে ১০টায় বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে অবরোধ তুলে দেয়। এ সময় দৈনিক সমকালের ফটোসাংবাদিক তরুণ রানা গুরুতর আহত হন। এছাড়াও শাবি ছাত্র হিমেল, রাহাত, ওয়াহিদসহ আরও ক'জন আহত হলে তাদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে স্থানীয় কমিশনার মুজফফুর রহমান কামরান, অ্যাডভোকেট আবদুল মুকিত জাহাঙ্গীর, কমিশনার মোঃ ওসমান গনি সমঝোতার উদ্যোগ নিলে পুলিশ ও র‍্যাবের তৎপরতায় তা ভেস্তে যায়। রাত ১০টা পর্যন্ত ছাত্র, শাবি শিক্ষক ও সাংবাদিকসহ অর্ধশতাধিক আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ক্যাম্পাসে থাকা কয়েকশ' ছাত্র মিছিল সহকারে ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর শাবি প্রশাসনও ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সরেজমিন পরিদর্শন করেন প্রক্টর ড. এমএ চৌধুরী, ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা সাজেদুল করিমসহ একটি টিম। প্রশাসনের উপস্থিতিতে রাত ৮টায় পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে ছাত্রদের রাস্তা থেকে সরানোর চেষ্টা করছিল। লাঠিচার্জের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০/১২ জন ছাত্র আহত হয়। এর মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। উল্লেখ্য, ওই ভবনে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধা-বঞ্চিত ছাত্ররা মেস ভাড়া করে থাকত।

ঘটনার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর ড. এম হাবিবুল আহসান যুগান্তরকে জানান, বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। আমি প্রক্টর, পরিচালক, ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা নির্দেশনাসহ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। তারা ঘটনাস্থলে আছেন। আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ সময় বখাটেপনার দায়ে পুলিশ আরও একজনকে গ্রেফতার করে। দু'জনকে গ্রেফতারের পর পুলিশ এক সপ্তাহের মধ্যে চার্জশিট প্রদানের আশ্বাস দিয়ে ছাত্রদের শান্ত করার চেষ্টা চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারায় রাতে বিডিআর তলব করা হয়।